



79072 - যটন উত্তজেক ব্যবহারে বধিন

প্রশ্ন

সুখানুভূতি বাড়ানোর জন্য যটন উত্তজেক ব্যবহার করার বধিন কী— রোযা ভঙ্গকালীন সময়ে। অবশ্যই রমযান মাসে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যটন উত্তজেকসমূহ দুই ধরণে:

১। প্রাকৃতিক। যমেন- খাদ্যদ্রব্য ও নানাবধি উদ্ভদি ইত্যাদি। এগুলো গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নহে; যদি না এতে শারীরিক কোন ক্ষতি সাব্যস্ত না হয়। এমন কিছু সাব্যস্ত হলে সেটা থেকে বরিত থাকতে হবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ক্ষতকরা উচতি নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচতি নয়।” [মুসনাদে আহমাদ, সুনানে ইবনে মাজাহ (২৩৪১), আলবানী ‘সহি ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি আখ্যায়িত করছেন]

‘আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ’ গ্রন্থে (২/৪৬৩) বলা হয়েছে: “নাপাক জনিসি, পবিত্র কিন্তু হারাম জনিসি, ক্ষতকির জনিসি ইত্যাদি ঔষধ হিসেবে ও সুরমা হিসেবে ব্যবহার করা হারাম।” [সমাপ্ত]

আলমেদরে বই-পুস্তকে কিছু কিছু খাবারের উপকারিতা এবং এ খাবারগুলো যে যটনশক্তি বাড়ায় ও সহবাসের শক্তি বৃদ্ধি করে এমন আলোচনা সুপ্রসিদ্ধ। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস: “তোমরা ভারতীয় এই চন্দন (আগর কাঠ) ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি আরোগ্য রয়েছে। [সহি বুখারী (৫২৬০) ও সহি মুসলিম (৪১০৩)] এর ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার (রহঃ) উক্তি। তিনি ভারতীয় চন্দনের উপকারিতার মধ্যে উল্লেখ করেন যে, “এটি পাকস্থলিকে উত্তপ্ত রাখবে, কামোদ্দীপনা তরী করে, মুখের দাগ দূর করে”। [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

আলমেগণ মথে, পসেতা-বাদাম, carob, তরমুজের বীচ ইত্যাদির ব্যাপারেও একই ধরণের কথা উল্লেখ করছেন। [দখুন: আল-আদাব আল-শারইয়্যাহ, পৃষ্ঠা- (৩/৭), (২/৩৭০, ৩৭৫)]

তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে- এসব জনিসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কউ যনে মাত্রা ছাড়িয়ে না যান কিংবা এমন যনে না হয় যে,

ব্যক্তি শুধু এসব নিয়ে পড়ে থাকে। কোন কোন খাবার ও পানীয় যৌনশক্তি বাড়ায় সসেব খুঁজে বোঁনো তার নশো হয়ে যায়।

২। এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ঔষধ। এসব ঔষধে মূল বধিান হচ্ছো- হালাল বা বধৈ হওয়া; যদি না এতে হারাম কিছু না থাকে যমেন- নশোকর কিছু কথিবা শরীরে জন্য ক্ষতকির কিছু। যদি থাকে তাহলে পূর্বোক্ত হাদসিরে কারণে সগেলো ব্যবহার করা হারাম। কনিত্ত, এগলো তাদরেই ব্যবহার করা উচতি যাদরে প্রয়োজন দখো দিয়ে; যমেন- যৌন অক্ষমতা, অসুস্থতা কথিবা বারধক্য। নরিভরযোগ্য বশিবস্ত ডাক্তাররে পরামর্শরে ভতিততি এসব ব্যবহার করা উচতি। কনেনা এসব ঔষধে কোন কোনটরি এমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আর কোন কোন ঔষধে এমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নহৈ তবে যার প্রয়োজন নহৈ তার জন্যে এগলো ব্যবহারে কোন কল্যাণ নহৈ; এমনকি এগলো ব্যবহারে ফলে যদি সুখানুভূতি বেশি হয় যমেনটি প্রশ্নকারী ভাই বলছেন তা সত্ববে। সে ব্যক্তি কতিই না সুন্দর বলছেন: “ঔষধ হচ্ছো- সাবানরে মত; কাপড় পরস্কার করে বটে; তবে কাপড়কে নরম করে ফলে”। তাই এ সকল ঔষধ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা ভাল।

আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই বর্তমান যামানায় সবচয়ে বেশি প্রসারতি ঔষধ হচ্ছো ‘ভায়াগ্রা’। কটে কটে কোন প্রকার পরীক্ষা করা ছাড়া ও ডাক্তাররে পরামর্শ করা ছাড়া ভায়াগ্রা ব্যবহার করে সাংঘাতকি ক্ষতরি সম্মুখীন হয়েছেন। যায়যে সামরকি হাসপাতালরে হার্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আব্দুল্লাহ আল-নাইমি এক সমেনিারে যৌন উত্তজেক ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: “এ ঔষধে বহু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব জটিল। কানাডাতে প্রায় ৮,৫০০ লোকরে উপর একটা গবেষণা চালানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে প্রায় ১৬% লোক মাথা ব্যথায় ভুগেন। কটে কটে লালবর্ণ ধারণ করা ও তাপ বেড়ে যাওয়ার রোগে ভুগেন; বিশেষতঃ চহোরাতে। কটে কটে হজমরি সমস্যায় ভুগেন। কারো কারো – বিশেষত যাদরে নম্ন রক্তচাপ আছে- রক্তচাপ এত নীচে নমে যায় যে, তা ক্ষতকির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।”।

তনি আরও উল্লেখ করেন যে, যে সব স্বাস্থ্যবান লোকরে কোন রোগ নহৈ; তাদরে ক্ষত্রেও ডাক্তাররে সাথে পরামর্শ করে নয়ো ভাল; এমনকি সটো স্বল্পময়োদী সময়রে জন্যে হলও। আর যারা নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত; বিশেষতঃ হার্টরে শরি ব্লক হয়ে যাওয়া রোগে; তাদরে উচতি প্রথমহৈ ডাক্তাররে সাথে পরামর্শ করা। কনেনা এমন রোগীদরে অনেকে ‘নাইট্রেটে’ (nitrates) নামক একটা ঔষধ সবেন করে থাকেন যা ‘ভায়াগ্রা’ এর সাথে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। ভায়াগ্রা এ ঔষধটিকে রোগীর শরীরে মশিতে বাধা দিয়ে। যার ফলে এ ঔষধটি কখনও কখনও দশগুণ পর্যন্ত বেড়ে তীব্র নম্ন রক্ত চাপ তরী করে। যার কারণে কখনও কখনও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে থাকে। কারণ আমরা অনেকে মৃত্যুর কথা শুনছি। অধিকাংশ মৃত্যু এ ধরণে ক্ষত্রে ঘটছে। কোন ব্যক্তি হয়তো হার্টরে সমস্যায় ভুগছেন কথিবা হার্টরে শরি ব্লক হয়ে যাওয়ায় ভুগছেন এবং এজন্য তনি নাইট্রেটে (nitrates) সবেন করেন। এর সাথে তনি যখন ভায়াগ্রা সবেন করেন তখন নাইট্রেটে এর শক্তি কয়কেগুণ বেড়ে গিয়ে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তরী করে।”[সমাপ্ত]



দুই:

যটন উত্তজেক এ ঔষধগুলো রমযানরে রাতরে বলো সবেন করা কথিবা অন্য য়ে সময়ে পানাহার জায়যে সে সময়ে সবেন করার মধ্যযে কোন পার্থক্য নহে। যহেতু এগুলো সবেন করা বধৈ; সুতরাং য়ে কোন সময় সবেন করাই বধৈ। আর হারাম হলে য়ে কোন সময় সবেন করাই হারাম। আল্লাহ্ তাআলা রযো ভাঙ্গার পর নজিরে স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করা বধৈ করছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “সিয়ামরে রাত তোমাদরে জন্য তোমাদরে স্ত্রী সহবাস হালাল করা হয়ছে। তারা তোমাদরে জন্য আচ্ছাদন এবং তোমরা তাদরে জন্য আচ্ছাদন। আল্লাহ জাননে য়ে, তোমরা নজিদে সাথে খয়োনত করছিলি। অতঃপর তিনি তোমাদরে তওবা কবুল করলনে এবং তোমাদরেকে ক্ষমা করে দলিনে। অতএব, এখন তোমরা তাদরে সাথে মলিতি হও এবং আল্লাহ তোমাদরে জন্য যা লখি রেখেছেন তা অনুসন্ধান কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থকে ভেরে শুব্র সুতা পরস্কার ফুটে উঠে। তারপর রাতরে আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে ইতকিফরত অবস্থায় স্ত্রীদরে সাথে মলিতি হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারখো। সুতরাং তোমরা এর নকিটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবজাতির জন্য নজিরে আয়াতসমূহ বর্ণনা করনে; যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে।”[সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৭]

আল্লাহ্ই অধিকি জ্ঞাত।